'জাতি' সম্পর্কে আলোচনা কর।　　CC-I / Module-I

'জাতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Nation', আর এই 'Nation' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Natio' থেকে এসেছে। গার্নার-এর মতে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জাতি হল এমন একটি জনসমাজ যা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। স্তালিন তাঁর "মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা" গ্রন্থে বলেছেন, জাতি হল ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত এমন একটি স্থায়ী জনসমষ্টি যা ভাষাগত ঐক্য, ভৌগলিক সান্নিধ্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ও সমরূপ মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং যা একটি সাধারন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নেশন কী' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি সর্বসাধারনের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।" তবে জার্মানরা যাকে 'Nation' বলেন, ইংরেজরা তাকেই 'Nationality' অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজ বলেন।

আর বাংলা বা ভাষাই জাতির স্বরূপ নির্ধারনের উপাদান হতে পারে না। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমঃ আচারের ব্যবহার, সুখ-দুঃখের চেতনা জাতি গঠনের আবশ্যিক উপাদান বটে, কিন্তু ঐ উপাদানের ভিত্তিতে জাতির প্রকৃত রূপ বোঝা সম্ভব নয়। ইউমারের কথায়, জাতির শক্তি হল "Will of a People to live together". বার্নেস বলেন, "a nation is a culturally homogeneous social group", তিনিই জাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিকতার অস্তিত্ব অপরিহার্য বলে মনে করেন।

বর্তমান জাতির ব্যাখ্যায় রাজনীতিগত অর্থ গুরুত্ব পায়। ব্রাইস বলেন, জাতি হল রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত এক জনসমাজ যা বহিঃশাসন থেকে মুক্ত হতে চায়। জাতির সংযোগ রাষ্ট্র কথাটিকে জুড়ে দিয়ে বর্তমান আমেরিকান, ব্রিটিশ জাতি এদের বলার একটা রেওয়াজ আছে। ফরাসী আইনজ্ঞ ইজমিঁ রাষ্ট্র বলতে জাতির আইনগত ব্যক্তিত্বকে বলেন, ল্যাভেলিয়ে বলেন, "A nation is a group of men United under the Same sovereignty". গিলক্রাইস্ট জাতি বলতে "the state plus nationality" বলেছেন। স্তালিনের বিবেচনায় জাতি হল - 'ভাষাগত ঐক্য, ভৌগলিক সান্নিধ্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ~~এবং~~ বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ।"

জাতির বৈশিষ্ট্য গুলি হল — ① একটি জাতীয় প্রতীককে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়, ② যারা চিন্তা, কর্ম ও জীবন যাপনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ, ③ গভীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, 'Royal Institute of International Affair" (1939) জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে - একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক ভূখণ্ড, ভাষা - ধর্ম - বংশ জাতীয় চরিত্র, জনগনের প্রয়োজনীয় স্বার্থে একতা, সমবেত ভাব বা ইচ্ছার অস্তিত্ব, একটি

Scanned with OKEN Scanner

সরকারের অস্তিত্ব, একটি নির্দিষ্ট আকার এবং জনগনের মধ্যে আনুগত্য সম্বন্ধ এই চারটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। অধ্যাপক ফ্রান্সিস কোকার ~~কথা~~ জাতির বিশিষ্টতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন জাতির আসল বস্তুত হল – "জাতি হল সেই জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের জাতি মনে করে, যারা আচার-আচরণে বিশ্বাসে এক, যারা নিজেরাই নিজেদের সমাজ জীবন, ধর্ম, আইন, রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী বা প্রত্যাশী।"

জাতি ও রাষ্ট্রকে এক অর্থে বিবেচনা করা হলেও জাতি ও রাষ্ট্র সব সময় এক নয়, রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ধারণা, জাতি চেতনাগত উপলব্ধি। রাষ্ট্র একটি জাতি বা বহুজাতি নিয়ে গঠিত হতে পারে। রাষ্ট্র গঠিত হয় কিছু ভূখণ্ড কেন্দ্রিক উপাদান নিয়ে। সার্বভৌমিকতার শক্তি থাকলেও রাষ্ট্র গঠনে চেতনাগত শক্তি সব সময় নাও থাকতে পারে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে, রাষ্ট্র গঠিত হলেও জাতি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়না ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ, আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি থেকে যায়। জাতীয়তাবোধের শক্তি প্রবল হলে তবেই রাষ্ট্রকে জাতীয়-রাষ্ট্র বলা হয়।

পরিশেষে, একথা বলা প্রয়োজন যে, বাংলায় 'জাতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'নেশন' (Nation) কিন্তু সমস্যা হল, বাংলায় জাতি শব্দটিকে কখনও জাতপাত (caste), কখনও বর্ণ (varna), কখনও কুল (race) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়, কখনও বা জাতি বলতে রাষ্ট্রকেও বোঝানো হয়, যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলতে আমরা কতকগুলি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংস্থাকে বুঝি। এই বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতি কথাটি ব্যবহার না করে বাংলায় 'নেশন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

Scanned with OKEN Scanner